66 দৈনিক ইনকিলাব

29 DEC 1991

তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মগজ ধোলাই

দেশের ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভারতে লেখাপড়া করছে

॥ আবদুল হাই সিদ্দিকী ॥

শিক্ষাঙ্গনের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এখন অনিশ্চিত করে তুলেছে। শিক্ষার এই বৈরী পরিবেশের কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। বর্তমানে শুধু ভারতেই বাংলাদেশের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিজ খরচে লেখাপড়া করছে। এদের মধ্যে বহুসংখ্যক স্কুল-পড়ুয়া শিক্ষার্থীও রয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে জেনারেল এরশাদের ৯ বছরের শাসনামলে সারাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়ে যায়। ফলে, সন্ত্রাসীদের হাতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা জিম্মি হয়ে পড়ে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও কোন কোন মহলের অসহযোগিতার কারণে জাতি এখনো সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পায়নি। সন্ত্রাসের কারণে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে কার্যত বন্ধ। একই কারণে দেশের প্রায় ২শ' কলেজে তালা ঝুলছে এমনকি স্কুলগুলোতেও সন্ত্রাস সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে, দেশের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনগুলোর শিক্ষার বৈরী পরিবেশ ও সেশন জটের কারণে বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। সাম্প্রতিককালে বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে পড়ার উদ্দেশ্যেও প্রতিবেশী ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। ভারতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে সেখানে অবস্থান করলেও বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমতি নেয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে, এ বছরের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দশ মাসে ৬০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি নিয়ে ভারত গেছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে নিজ খরচে পড়াশোনার জন্যে ভারত গেছে ৩শ' ৫ জন। এদের মধ্যে অন্তত ১০ জন স্কুল-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। স্বাধীনতার পর এ যাবত মোট কত জন বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভারতে পড়াশোনার জন্যে গেছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছেও নেই। মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই প্রতিবেদকের কাছে স্বীকার করেন যে, ১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ

মগজ ধোলাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের অনুমতি ছাড়াও তাদের জানা মতে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে ভারতে পড়াশোনা করছে। তবে, এই সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ২০ হাজারের ওপরে নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে এই প্রতিবেদক যোগাযোগ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে কোন প্রকার তথ্য জানাতে 'অপারগতা' প্রকাশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তার মতে, হাই কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে বছরে গড়ে ৭শ' বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ভারতে যায়। অবশ্য অন্যান্য সূত্র মতে, ভারতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ হাজার হবে।

সাধারণত স্বচ্ছল ও মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরাই বিদেশ যাচ্ছে। এদের মধ্যে অবশ্য রাজনীতিকদের সন্তানরাও রয়েছে। এসব অভিভাবক দেশীয় শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে তাদের সন্তানদের নিশ্চিন্তে পড়ালেখা শেষ করার জন্যেই বিদেশে পাঠাচ্ছেন। তাদের মতে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। ছাত্র সংঘর্ষ ও বিভিন্ন ধরনের অনির্ধারিত বন্ধসহ নানাবিধ কারণে বেশীর ভাগ সময়ই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস হয় না। সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করতে কয়েক বছর অতিরিক্ত লেগে যায়। তাছাড়া সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তার অভাবও বোধ করেন অভিভাবকেরা।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে: ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কোর্সে ভর্তির জন্যে ইংরেজীতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পেতে হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ নম্বর ছাড়াও ইংরেজীতে ৬০ নম্বর পেতে হয়। অবশ্য রাজনৈতিক সুবিধাভোগী এবং অন্য কারণে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়ের বেলায় রেজাল্টের শর্তাবলী শিথিলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বিদেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহন করতে প্রতি বছর বাংলাদেশকে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে যারা বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতে অবস্থান করছে তাদের জন্য অবৈধ পন্থায় মুদ্রা বিনিময় চলছে। এদের কারণেই এখন হুণ্ডি ব্যবসা জমজমাট বলে জানা গেছে।

বিষয়টি আশংকাজনক: বিচারপতি চৌধুরী

বিশিষ্ট আইনবিদ ও মানবাধিকার নেতা বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভারতে পড়াশোনার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এক শ্রেণীর লোক দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বনাশ করার অশুভ উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভারতে পড়াশোনা করায় সে দেশের সরকার একদিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন; অন্যদিকে রাজনৈতিক ফায়দাও হাসিল করছে। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাসের পিছনে আন্তর্জাতিক কোন ষড়যন্ত্র আছে কি-না তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিচারপতি চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী এখন ভারতে লেখাপড়া করছে তাদের মধ্যে যারা অতি মেধাবী তাদের অনেকেই হয়তো স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে না। কেউ ভারতে থেকে যাবে; কেউ ইউরোপ অথবা আমেরিকা পাড়ি জমাবে। 'মগজ ধোলাই' করে যারা বাংলাদেশে ফিরবে তাদের প্রভাবে ভবিষ্যতে এখানকার সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে বলেও তিনি আশংকা ব্যক্ত করেন। এদের যে অংশটি প্রশাসনে যুক্ত হবে তাদের হাতে দেশের ভবিষ্যত কতটুকু নিরাপদ হবে তাও ভেবে দেখার জন্য তিনি দায়িত্বশীল মহলের প্রতি আহবান জানান।

এই প্রবণতা হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে: প্রফেসর হক

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে যাওয়া কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু ইদানীং স্কুল-পড়ুয়া শিক্ষার্থীসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যে হারে বিদেশ যাচ্ছে তা অবশ্যই নেতিবাচক। অদূর ভবিষ্যতে দেশ সম্পর্কে এসব ছেলে মেয়েদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিদেশে যাওয়ার এই প্রবণতা কমানোর লক্ষ্যে সর্বাগ্রে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ কায়েম করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ছাত্রদেরকে 'ক্ষমতার সিঁড়ি' হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস জিয়ে রাখেন। অথচ এদের কেউ কেউ নিজেদের ছেলে-মেয়ে দেশের বাইরে রেখে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, দেশের এ সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কেবল মাত্র নিজেদের ভবিষ্যত রচনার উদ্দেশ্যেই এক শ্রেণীর লোক নির্দ্বিধায় ছেলে-মেয়েদের বাইরে পাঠাচ্ছেন। এসব ছেলে-মেয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু ভিন-দেশী সংস্কৃতিতে কাটানোর কারণে ওদের মধ্যে নিজের দেশ ও জনগণের প্রতি দরদ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তিনি অবৈধভাবে বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়ার প্রবণতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সরকারকে পরামর্শ দেন। এছাড়া সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, নিজ খরচে বিদেশে পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসলেই এ অবস্থা রোধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।